বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে মৃত্যু দুষ্কৃতীর, উদ্ধার বিস্ফোরক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ বর্ধমান জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাতে এসে বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক দুষ্কৃতীর। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হল প্রায় ১৫টি তাজা বোমা ও বোমা তৈরির মশলা। বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার কুয়ে নদীর ধারে বৈদনাথপুর গ্রামের কাছে ঘটনাটি ঘটে। এদিন রাতেই গ্রামবাসীরা খবরটি পুলিশকে জানালে পুলিশ খোঁজ খবর শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এক জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম ফিরোজ সেখ (৪০), বাড়ি বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কোদলখাঁ গ্রামে। কিন্তু ওই ব্যক্তি থাকতেন কেতুগ্রাম থানার তেচুরি গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কোদল খাঁ গ্রামে দুইদল দুষ্কৃতীর মধ্যে গ্রাম দখলের লড়াই চলছে। কিছু দিন আগেই একটা দল ফিরোজ সেখের দলকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। ফের গ্রামে ঢোকার জন্য দলবল নিয়ে এদিন বৈদনাথপুর গ্রামের কাছে বোমা বানাচ্ছিল। বিস্ফোরণ হলে ফিরোজ মারা যায় ও বাকিরা ওকে ফেলে পালিয়ে যায়। আমরা তদন্ত শুরু করেছি। গ্রেফতার নেই। এলাকার গ্রামবাসীদের কথায়, বাদশাহী রাজ্য সড়কের ধারে যেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয় তার মাত্র ৫ কিমি দূরে তিনটি জেলা মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানা এলাকা, বীরভূম জেলার লাভপুর থানা এলাকা ও বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানা এলাকার বর্ডার। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় তেমন পুলিশের টহল থাকেনা। এদিন রাত ১১টা নাগাদ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আমরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবির

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ এতদিন যা হয়নি তাই করে দেখালেন মুর্শিবাদের কান্দির ভরতপুর-১ নং ব্লকের বিডিও অঞ্জন চৌধুরী। এতদিন গ্রামবাসীরা প্রতিবন্ধী শংসাপত্র নেবার জন্য কষ্ট করে হাসপাতালে, বিডিও অফিসে আসতেন। বুধবার প্রশাসনের কর্তারাই প্রতিবন্ধীদের কাছে পৌঁছে গেলেন। বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। ভরতপুরের বিডিওর উপস্থিতিতে ভরতপুর মডেল স্কুলের ভবনে আয়োজন করা হয় এক প্রতিবন্ধী শিবির। ওখানেই সকল রকম সচেতনমূলক প্রচার, সরকারি কি কি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এলাকার প্রতিবন্ধীদের উৎসাহ দেখে খুশি ভরতপুরের প্রশাসনের কর্তারা। অপর দিকে প্রশাসনকে কাছে পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। ভরতপুরের বিডিও অঞ্জন চৌধুরী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সদ্য ঘোষণা করেছেন ৫০ শতাংশ প্রতিবন্ধীরা প্রতি মাসে সরকারি সাহায্য পাবে। তার জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধী গ্রামবাসী রয়েছেন যাঁরা হাঁটা চলা যেমন করতে পারেন না, তেমনই কোথায় কিভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে কিছুই জানেন না। আমরা ওই সকল গ্রামবাসীদের কথা বিবেচনা করে এই প্রতিবন্ধী শিবিরের আয়োজন করেছি এবং সকল রকম সচেতনমূলক প্রচার ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, আমরা আগে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরতাম এই বিষয়ে জানার জন্য। পূর্বে ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হলে তবেই এই সাহায্য মিলত। কিন্তু বর্তমানে ৫০ শতাংশ করে দেওয়ায় অনেকেই উপকৃত হবেন। আমরা খুশি বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের এই উদ্যোগে।

এবার দুর্গাপুরে ট্যারেন্টুলা আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পরে এবার শিল্পশহরে ট্যারেন্টুলার আতঙ্ক। উদ্ধার হওয়া ট্যারেন্টুলাটি কিছুক্ষণ পর মারা যায়। বনাধিকারিকের কথায়, এটা মেগালোমফ গোত্রের। তাই এই মৃত ট্যারেন্টুলাটির প্রজাতি চিহ্নিতকরণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে পাঠানো হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ট্যারেন্টুলা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। এবার দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর শোভাপুর এলাকায় রোহিত মণ্ডলের দোকানে বৃহস্পতিবার সকালে ট্যারেন্টুলা দেখতে পান খোদ দোকান মালিক। তিনি তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে দু-এক জনকে ডেকে দেখান। এরপরে দেওয়ালে থাকা ওই ট্যারেন্টুলাকে ছোট বাঁশের লাঠি দিয়ে নামিয়ে তাকে একটি জারে রেখে বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। বনদপ্তরের আধিকারিকরা এসে ওই

ট্যারেন্টুলাকে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে মারা যায় এই লোমশ ট্যারেন্টুলাটি। দুর্গাপুরের বনাধিকারিক মিলনকান্তি মণ্ডল জানান, এটা ট্যারেন্টুলার আরও একটি গোত্রের কীট। কামড়ালে মানুষ মারা যাবে না তবে জ্বালা হবে। আতঙ্কের কিছু নেই। মেগালোমফ প্রজাতির এই কীট মূলত আফ্রিকা মহাদেশে বেশি পাওয়া যায়। আমরা তাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জুয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে পাঠাবো। এরা দুর্গাপুরে নতুন করে যে আবাসন গড়ে উঠছে তার জন্য বাইরে থেকে যে কাঁচামাল আসছে তার সাথে এসেছে বলেই আমরা মনে করছি। এবার দুর্গাপুরেও কিন্তু ট্যারেন্টুলা আতঙ্ক ছড়ালো।

জেলা জুড়ে শুরু ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, এটিএমও প্রায় বন্ধ, ভুগছে মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ গত ১৫ দিন ধরে রাজ্যের ডাকঘরগুলির গ্রামীণ ডাক সেবকরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাহত ডাক পরিষেবা। এর পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকে আন্দোলন শুরু করলেন রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের ডাকে শুরু হয় দুদিনের ধর্মঘট। এরফলে সাধারণ মানুষের কষ্টের শেষ নেই। যদিও ব্যাঙ্ক কর্মীদের কথা, আমরা মানুষকে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু আন্দোলন না করলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। তাই আমরা এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছি। আমরা গ্রাহকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। এদিন মুর্শিদাবাদের কান্দি থেকে জঙ্গিপুর, ডোমকল থেকে বহরমপুর, লালবাগ সকল মহকুমার ব্যাঙ্কগুলিতে ধর্মঘট করেন কর্মীরা। তবে আগাম ঘোষণা হওয়ায় তেমন প্রয়োজন ছাড়া ব্যাঙ্কের দিকে কেউ পা বাড়ায়নি। এটিএমগুলির দরজাও প্রায় বন্ধ ছিল। কিছু কিছু এটিএমের সামনে টাকা নেই লেখা দেখা যায়। এদিন ব্যাঙ্কের সরকারি আধিকারিকদের দাবি, শিল্পকে বাঁচাতে ও গ্রাহকের টাকা সুরক্ষিত যাতে থাকে তারজন্য এই আন্দোলন। ব্যাঙ্ক অনানারী ঋণের পরিমাণ যেমন বাড়ছে তেমনই কর্পরেট দুনিয়ার একটি অংশের অসাধু কারবারে দেউলিয়া হয়ে বসেছে কিছু ব্যাঙ্ক। এই সকল বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের প্রতিবাদ। অপর দিকে গ্রাহকদের দাবি, দুই দিন পর ব্যাঙ্ক চালু হলে ভিড় বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

বিজেপি কর্মী খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার বলরামপুর অঞ্চলের সুপুরডি গ্রামে বিজেপির যুবকর্মী ত্রিলোচন মাহাতোকে খুনের প্রতিবাদে ও রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে আসানসোলে বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিএনআর মোড় থেকে এই বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি দেবজিৎ সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক বাপ্পা চ্যাটার্জী ও বিজেপির জেলা সভাপতি লক্ষ্মণ ঘড়ুই সহ আরো অনেকে। এদিন বিক্ষোভ মিছিলটি শেষ হবার পর বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জলের অভাবে রোল বাস স্টপের শৌচালয় তালাবন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রামের রোল চৌধুরী মহম্মদ তৈয়ব ইনস্টিটিউশন নিকটস্থ বাসস্টপ (রোল) সংলগ্ন শৌচালয়টি ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে টিএসসি (এনবিএ) তহবিল থেকে ২ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। ১০ জুলাই ২০১৪ তারিখে কাজ শুরু হয় এবং সম্পূর্ণ হয় ওই সালেরই ৫ আগস্ট, রূপায়ণে ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতি। সম্প্রতি বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লক নির্মল ব্লকের খেতাব অর্জন করেছে। অথচ জলের অভাবে রোল বাসস্টপের শৌচালয়টি তালাবন্ধ হয়ে ৩ বছরের অধিক সময় ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। শৌচালয়ের সামনেই কিছু মানুষ ব্যবসাও করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা (ডিস্ট্রিক বোর্ড-এর রাস্তা)-র পাশের এই বাসস্টপের জন্য নির্মিত শৌচালয় থাকতেও রোল, গোপালনগর এমনকি পূর্ব বর্ধমান জেলার দাশপুকুর, বামুনারী (বাঁকুড়া জেলা সংলগ্ন হওয়ায়) ইত্যাদি গ্রামের মানুষরা সমস্যায় পড়েন। মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচালয় থাকলেও তারাই বেশি দুর্ভোগে পড়েন। দিন দিন যাত্রী যাতায়াত বাড়ছে। রোল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আব্দুস সুকুর মল্লিক জানান, শৌচালয়টি নির্মাণের পর থেকে তাঁরা ইন্দাস বিডিওকে জলের ব্যবস্থার জন্য বারে বারে অনুরোধ করে আসছেন।

ইন্দাস ব্লক নির্মল ব্লক ঘোষিত হলেও তাঁদের আবেদন নিবেদন আজ অবধি কোনো কাজে আসেনি। এই বিষয়ে ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি ফরিদা খাতুন এবং ইন্দাস সহর মিনি সাবমার্সিবল বসিয়ে বিডিও সুচেতনা দাস জানিয়েছেন, জলের সংকট মেটানোর ব্যবস্থা বিষয়টি তাঁদের নজরে আছে। নেওয়া হবে।

‘খাতা না দেখেই নম্বর’ এই অভিযোগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স বিষয়ে উত্তরপত্র না দেখেই পরীক্ষায় গড়পড়তা নম্বর দেওয়ার অভিযোগ করে ছাত্রছাত্রীরা। অভিযোগ, খাতা না দেখেই নম্বর দেওয়ায় বহু ফেল করা ছাত্রছাত্রী পাস করে গেছে আবার পাস করা ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে এরকম একটি অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এই ধরনের খামখেয়ালির প্রতিবাদে হুগলি মহসিন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিক্ষোভ দেখান এবং উপাচার্য নিমাইচন্দ্র সাহার কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন। আরও অভিযোগ, ইতিমধ্যে পার্ট টু উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার সময়সীমা পেরিয়ে গেছে তা সত্ত্বেও ওই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র স্পেশাল গ্রাউন্ডে রিভিউ করার জন্য আগামী ৪ জুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনা হবে বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে, গত ৭ মার্চ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। মহসিন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই গড়ে ১৫ থেকে ২ নম্বর পেয়েছেন। অথচ ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছিলেন। তাই ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। আরো জানা গেছে, হুগলি মহসিন কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স-এর প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে মাত্র পাস করেছে ৩-৪ জন। উত্তরপত্রে কোথাও কাটা বা সঠিক চিহ্ন নেই, উত্তরপত্রে পরীক্ষকের স্বাক্ষরও নেই। এই অবস্থায় কলেজ ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, আমরা অধ্যাপকের দ্বারস্থ হয়েছি এবং এই ধরনের ছিনিমিনি খেলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক অনিন্দ্য জ্যোতিবাবু বলেছেন, বিষয়টি গোচরে আনতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। আশা করি বিষয়টি জানা যাবে।

INFERTILITY CARE UNIT
BHARAT SEVASHRAM SANGHA
KHATRA, BANKURA.
Govt. Regd.
বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
ভারত সেবাশ্রম সংঘ, খাতড়া, বাঁকুড়া
Director - Dr. Biswajit Ghosh.
Advanced ART Course for Embryologist.
সোমবার ও মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে।
FACILITY :
1. Sperm bank
2. IUI/IVF/ICSI Consultant.
3. Embrio transfer.
4. TVS done.
5. Low Amount.
Mob.-9733391390
Email-biswajitghoshbiswajit1980@gmail.com
Center-incharge : Rajib Bhattacharya.
9732698801

বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে রোবট নিয়ে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ রোবট সম্পর্কে কৌতূহল সবারই। টিভির পর্দায়, গাড়ির চালকের আসন থেকে শুরু করে নানা কাজে মানুষের বিকল্প হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত থাকলেও বাস্তবে তার কতটা ভিত্তি রয়েছে সে সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেকেই সন্দিহান। তাঁদের মনে বিস্তর জিজ্ঞাসা। বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রক রোবট সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত। তাই বিষ্ণুপুরে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে রোবট নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বুধবার শিরোমণিপুরে ওই কলেজে এই বিষয়ে কর্মশালা শুরু হয়। তাতে ওন্দার পাঁচটি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। এই প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা শুরু হয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, কানপুর আইআইটি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কলেজ পড়ুয়ারা শহরের বিভিন্ন স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। দুদিন ধরে ওই প্রশিক্ষণ চলবে। ছাত্রছাত্রীরাও আগ্রহের সঙ্গে ওই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ওই কলেজের রেজিস্টার কৌশিক পাল বলেন, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শুধু নিজেদের মানোন্নয়নই নয়, এলাকার পড়ুয়ারাও যাতে উপকৃত হয় সেজন্য রোবট নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কলেজ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের শিরোমণিপুরে অবস্থিত একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ২২ জন ছাত্রছাত্রীকে কানপুর আইআইটিতে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয়। তাঁরা মূলত রোবটের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। ওই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই শহরের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষক বলেন, স্কুলের পাঠ্য বইয়ে রোবট নিয়ে সামান্য আলোচনা থাকলেও বিশদে তা নেই।

অথচ আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কৌতূহল রয়েছে। তাই এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapexx@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ

পূর্বস্থলীর ছোটো কোবলা মৌজায় এক সমাজসেবীর জমি দখল ও পরিবারের উপর দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ দীর্ঘদিন ধরে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের অধীন ছোট কোবলা মৌজার অন্তর্গত বিশিষ্ট সমাজসেবী গয়ারাম দাসের বেশ কিছু জমি দখল করে নেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিশাল চৌধুরী। বিশাল চৌধুরীর অভিযোগ, তাঁদের বাবা-মায়ের সম্পত্তি বেদখলের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কিছু মানুষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এক বছর আগে থেকে তাঁর বসত বাড়ি দখল, পুকুরে মাছ চুরি, বাঁশবাগানের বাঁশ চুরি করে নেওয়া শুরু তি দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ এখনো অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন জমির মালিক বিশাল চৌধুরী। আরও জানিয়েছেন, এই সমস্ত অনিয়ম কার্যকলাপের কথা নাদনঘাট থানা এবং আলালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। রায় তাঁর পক্ষে হলেও স্থানীয় কিছু মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে পুলিশ ও প্রশাসনের এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সহাযোগিতা তিনি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তিনি আরও জানিয়েছেন, পুকুরের মাছ চুরি হয়ে গেছে। বাঁশবাগানের বাঁশ চুরি করে নিচ্ছে। জমিতে লাগানো প্রচুর নামিদামি গাছ রাতের অন্ধকারে কেটে ফেলা হয়েছে। এই ধরনের দমন-পীড়ন অত্যাচার তাঁদের উপরে চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিশাল চৌধুরীর অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে জননেতাদের জানানো সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন তাঁর নিজের জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার কারণে। অথচ বিশালবাবু জানিয়েছেন, গয়ারাম দাস ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। ইস্কুলের নাম পর্যন্ত হয়েছে বিশিষ্ট সমাজসেবী গয়ারামদাস নামে। স্থানীয় গয়ারামদাস বিদ্যামন্দির স্কুল তৈরির জন্য জমি দান করেছেন এবং স্কুলটি তৈরি করার জন্য যথেষ্ট অবদান ছিল তার। অথচ তাই কিছুটা জমি রয়েছে পৈতৃক ভিটে হিসাবে। সেই জমিও বেদখল হয়ে যাবার পথে। তাই মানসিকভাবে হলেও অসহায় বোধ করছেন ওই পরিবারের লোকজনেরা। তবে বিশাল চৌধুরী জানিয়েছেন, স্থানীয় মানুষের কিছু চাহিদা থাকতেই পারে। তবে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হলে মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করতেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

তাঁর নিজের জমি ঘিরে রাখার জন্য বেড়া দিলেও রাতের অন্ধকারে সেই বেড়া ভেঙে দেওয়া হয়। খেলার মাঠ গড়ে তোলার চক্রান্ত শুরু হয়েছে তাঁর নিজের জমিতে। এই নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আরও জানা গেছে, ওই পরিবারের উপরে প্রতিনিয়ত একটা নীরবে প্রচ্ছন্ন হুমকি চলছে। প্রাণনাশের হুমকিও চলে বলে অভিযোগ বিশাল চৌধুরীর।

সবকিছু মিলিয়ে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করছেন পরিবারের লোকজনেরা। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, আদালতের রায়ের প্রতি মানাতা দিয়ে পুলিশ, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা তাঁর পাশে দাঁড়ালে সত্যের জয় দেখতে পেতেন।